১৬-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো বিকর্ম করে লুকিও না, লুকিয়ে যারা সভায় বসে, তাদের অনেক দণ্ড ভোগ করতে হয়, তাই সাবধান, বিকারের সামান্য ভুলও যেন না হয়"

প্রশ্ন : - কোন্ লক্ষ্য সামনে রেখে পুরুষার্থকে সদা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ?

উত্তর : -- লক্ষ্য হলো -- আমাদের সুপুত্র হয়ে মাতা - পিতার হৃদয়াসনে আসীন হতে হবে । প্রতি পদে বাবাকে অনুসরণ করতে হবে । এমন কোনো চলন রেখো না যাতে কুল কলঙ্কিত হয় । এমন সুপুত্ররা নিজেদের যাত্রী মনে করে যাত্রায় সদা তৎপর থাকে । যাত্রীরা কখনোই যাত্রায় পতিত হয় না, যদি কেউ বিকারের বশীভূত হয়ে যায় তাহলে চূর্ণ হয়ে যায়, সর্বনাশ হয়ে যায় । তখন তারা খুবই দুঃখী হয় ।

গীত : - শৈশবের দিন ভুলে যেও না, আজ হেসে কাল অশ্রু ফেলো না ....
(প্রথম বাবার যখন হলে সেই সব দিন ভুলে যেও না)

ওম্ শান্তি । এই গীত বাচ্চাদের জন্যই । মাম্মা - বাবা বলে যদি বিকারে যাও তাহলে মনে করবে মরে গেছো । এই লক্ষ্য খুবই সাবধানের । আমি সেই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান এবং আমিও বিচিত্র (বি-চিত্র =আত্মা) । যখন ওখানে ছিলাম, তখন আমারও বাস্তবে কোনো চিত্র ছিলো না । এরপর চিত্র ধারণ করে ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন আমরা ঈশ্বরের কোলের সন্তান হয়েছি । নিজেকে ঈশ্বরের কোলের সন্তান নিশ্চিত করে যদি আবার বিকারে যাও তাহলে মৃত্যুতুল্য হবে । এ তো বুঝতেই পারো যে, বাবা যেমন সুখ দেন তেমনি ধর্মরাজের দ্বারা সম্পূর্ণ হিসাবও নেন । বাবা কখনো দুঃখ দেন না । তিনি তো সুখদাতা কিন্তু বাবা বুঝিয়েছেন -- গভর্নমেন্টও যেমন আছে তেমনি তার সাথে চিফ জাস্টিসও আছে যারা উভয়েই প্রতিজ্ঞা করায় । এই ভগবান নিজেই বলেন, যদি তোমরা বিকারের কারণে পতিত হয়ে না শোনাও তাহলে শত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে । বাবার বাচ্চা হয়ে যদি লুকিয়ে নরকের দ্বার হও আর বাবাকে যদি খবর না দাও তাহলে একদম মৃত্যু তুল্য হয়ে যাবে, তখন যতই পুরুষার্থ করো না কেন বিজয় সম্ভব নয় । বাবা সাবধান করছেন । অনেক বাচ্চা আছে যারা লুকিয়ে রাখে । বিকারে যাওয়া অনেক বড় পাপ । তা লুকালেই মৃত্যুতুল্য । এমন বাচ্চা না হলেই ভালো । কোনো বাচ্চা যদি কুপুত্র হয় তখন বাবা তো বলেন ---এর থেকে মৃত্যু ভালো । এমন যদি কেউ বুঝতে না পারে তাহলে এই বাবা খোড়াই জানতে পারবেন । যদিও এই ব্রহ্মা বাবা বাইরের সব কিছু জানেন, ইনি জানতে পারেন না কিন্তু ওই বাবা তো ভালোভাবে সবই জানেন । বাবা বলেন, আমাকে সুখ দান করতে হবে । শাস্তি প্রত্যেকেই তার চলন অনুসারেই পায় । বাবা সবাইকেই এই কথা বলেন । এতে নারীদের খুব সাবধান থাকতে হবে । কখনোই মিথ্যে কথা বলবে না । বাবা পুরুষের থেকেও নারীর প্রতি বেশী দয়ার ভাব রাখেন কারণ নারীর ওপর অনেক অত্যাচার হয় । বাবা এসে মায়েদের ওপর কলস রাখেন, তাই মায়েদের অনেক দায়িত্ব । বাবা ক্রোধের জন্য এত বলেন না যত না বিকারের জন্য । বাস্তবে কোনো পতিতই এই সভায় বসতে পারে না । কোথাও আবার পতিতদের সাথে মিলিতও হতে হয় । ধনী লোকেরা বেশী মাত্রায় পতিত হয় কারণ তাদের কাছে অর্থ থাকে তাই মায়েরাও ডাকতে থাকে যে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করো । এখানে সবাই

দুঃখী । মায়েদের ডাক শুনেই বাবা আসেন । মায়েদের খুব সাবধান থাকা উচিত । নামও মায়েদেরই হয় -- পোখরাজ পরী, নীলম পরী...।

বাবা সাবধান করেন -- এখানে অসুর থেকে দেবতা বানানো হয় । পতিতকে অসুর বলা হয় । এই সমস্ত দুনিয়াই পতিত এবং আসুরী । পতিত দুনিয়ায় কেউই পবিত্র হয় না । সন্ন্যাসীদের জন্যও বলা হয়েছে যে, তাঁরাও দেবতাদের মতো পবিত্র নন । তাঁরা পবিত্র থাকেন, তবুও এই পতিত দুনিয়াতেই থাকেন । তারা হলেনই নিবৃত্তি মার্গের । সত্যযুগে সবাই পবিত্র এবং নির্বিকারী ছিলো । তোমরা এখানে এসেছ সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার জন্য কেননা এই দুনিয়া হলো সম্পূর্ণ পতিত । এখানে একজনও পবিত্র নেই । ত্রেতাকেও দুই কলা কম বলা হয় । সত্যযুগে হলো ১৬ কলা, ত্রেতায় দুই কলা কম হয়ে যায় । বাস্তবে ত্রেতাকে স্বর্গ বলা হবে না । সত্যযুগই হলো স্বর্গ । বাচ্চারা, তোমাদের সত্যযুগের জন্য তৈরী হতে হবে । বিকারে গেলে স্বর্গে আসতে পারবে না । মূল বিষয়ই হলো পতিত হবে না । শিববাবা তো সবই জানেন, তবুও এক - এক জনকে কতো আর জিজ্ঞেস করবেন । অপবিত্র হয়ে লুকোলে অনেক বড় সাজা ভোগ করতে হবে । ট্রাইবুনাল বসে, তখন এই বাবাও বসবে । ধর্মরাজও এসে বসবে । তখন ধর্মরাজ বলবে - তুমি অমুক সময় বিকারে গিয়েছিলে আর সভায় এসে বসেছো । আমাকে বলো নি তাই এখন সাজা ভোগ করো, তাই বাবা বলেন - খুব সাবধান থাকতে হবে । কখনোই বিকারে গিয়ে এখানে এসে বসতে পারো না । এমন অনেকেই সেন্টারে এসে বসে । বাবা জানেন যে, কেউ যদি এমনভাবে বসে তাহলে যে কোনো সময় অসুর হয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে । তখন তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাবে । হাঙ্গামা করতে লেগে যাবে । একে বলা হয় পতিত রাজ্য, কাঁটার দুনিয়া । এখানে তো রাজা - রাণী নেই । এখানে যেমন বড় মিনিস্টার তেমন প্রজা । তারা এইসব কথা বুঝতেও পারবে না । সত্য বাবার সামনে স্বচ্ছ হওয়া উচিত । সত্য মনে সাহেব খুশী হয় । তিনি বুদ্ধির তালা খুলে দেবেন । স্বচ্ছ হৃদয় না হলে তিনি তালা খুলবেন না । তখন তোমরা দ্বিধায় পড়ে যাবে । তখন বিঘ্ন আসতে থাকবে তাই বাবা বোঝাতে থাকেন । শাস্ত্রেও লেখা আছে যে, ইন্দ্রপ্রস্থে শয়তান এসে লুকিয়ে বসে যেতো । এখানে অথবা সেন্টারে তো এমনই এসে বসে যায় । তারা দেখবে যে কি আছে এখানে তারপর কন্যাদের দেখতে থাকবে তখন মনে চঞ্চলতা আসবে ।

এখন বেহদের বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান, এ কথা দুনিয়ার কেউ জানে না । গীতায় বাবার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । ভগবান তো নিজেই জ্ঞানের সাগর, তিনি বসেই বোঝান । ওই বাবাকেই তোমাদের স্মরণ করতে হবে কারণ এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এখন তোমরা স্মরণের যাত্রায় আছো । তীর্থ যাত্রায় কেউ কখনো বিকারে যায় না । এ হলো লম্বা যাত্রা । যতক্ষণ বেঁচে আছো ততক্ষণ যাত্রায় থাকবে । এই যাত্রায় চলতে চলতে যদি বিকারে যাও তাহলেই চূর্ণ হয়ে যাবে । এই খেয়াল রাখতে হবে যে, আমরা যাত্রায় আছি, বিকারে যাবো না । আজকালকার দুনিয়া তো খুবই খারাপ । তীর্থস্থানেও পান্ডারা খুবই খারাপ হয় । বাবা খুবই অনুভবী । তাই বাবা এসে সবথেকে বেশী কন্যাদের আর মায়েদের তুলে ধরেন । জগদ অম্বা শক্তিসেনা নামের গায়ন আছে । বাবা বোঝান যে, এই খেয়াল রাখতে হবে যে - যেমন কর্ম আমরা করবো, আমাদের দেখে অন্যেরাও তাই করবে । যদি বি.কে তেও কোনো বিকার, দেহভাব বা লোভ ইত্যাদি হয় তাহলে সেবা করতে পারবে না । তখন পাস করতে পারবে না, জিজ্ঞাসু আর অখুশী হয়ে যায় । ব্রহ্মাকুমারীরা যদি ভালো হয় তাহলে ভালোভাবে সেবা করতে পারবে । যারা ভালো সেবা করে তারা মহারাজা - মহারানী হয় । যারা কম সেবা করে তারা মহারাজা - মহারাণীদের দাস - দাসী হয় । লক্ষ্মী - নারায়ণের কাছে দাস

– দাসীরাও তো থাকবে, তাই না । তারা তো রাজা – রাণীদের সঙ্গেই থাকে । এখানে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও । তোমরা এখন স্মরণের যাত্রায় আছো । এই যাত্রাকে যদি ভুলে যাও বা সুইট হোমকে যদি ভুলে যাও তাহলে মায়ার থাপ্পড় খুব জোরে লাগে । তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে । বিকার থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে । এখানে কোনো কথাই লুকানো যায় না । শিববাবার কাছে কিছুই লুকানো যায় না । সাজা তো তাঁকে দিতেই হবে ।

বলা হয় -- পিতা – মাতাকে অনুসরণ করো । পিতা থোড়াই এমন কিছু বলবেন । বাবার কাছে অনেকেই আসেন, বাবা কথা বলেই বুঝতে পারেন যে, এ পতিত । খুব কম জনই পবিত্র থাকতে পারে । সন্দেহ হয়, তাই মুরলীতেই বোঝানো হয় । অনেকেই আছে যারা লুকিয়ে রাখে । এই যাত্রায় বিকারে যাওয়া খুবই খারাপ । তোমরা তখন বিজয় মালায় গ্রথিত হতে পারবে না । তোমরা চাও যে, আমরা সূর্যবংশী হই, তাহলে যাত্রায় কখনো অপবিত্র হবে না । আমরা স্মরণের যাত্রায় আছি, এ কথা বাচ্চারা ভুলে যায় । কেউ কেউ তো সারাদিনে এক ঘন্টা বা আধ ঘন্টাও স্মরণ করে না । বাবার স্মরণে থাকা খুব মুশকিল । তখন রয়্যাল ঘরানায় গিয়ে দাস – দাসীর পদ পায় । তোমরা পুরুষার্থ করে পিতা – মাতার হৃদয় – আসনে বিরাজ করে দেখাও । নাহলে বাবা বলবেন, এ কুপুত্র, যে ঠিক রীতিতে চলে না । তোমরা ব্রাহ্মণরা যাত্রায় আছো, যদি কেউ এমন চলন করে কুলে কলঙ্ক লাগায় তাহলে অনেক সাজা খাবে । জন্ম – জন্মান্তর তো গর্ভ জেলে ছিলে । এই সময় সমস্ত মানুষ তো জেল ওয়ার্ডে আছে । প্রতি মুহূর্তেই তারা সাজা খায় । তোমাদের তো এখন গর্ভ মহলে যেতে হবে । তাই কতো পরিশ্রম করা উচিত । তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, সে ট্রেনেই হোক বা কোনো যাত্রাতেই হোক, তোমাদের স্মরণে থাকতে হবে । সবাই তো এই কথা বলে – আমরা লক্ষ্মী – নারায়ণকে বরণ করবো । তাই এমন হয়ে দেখাও । পদ না পেলে বাকি আর কি করলে ! বাবা সবাইকে সাবধান করে দেন । বাবার কাছে যখন আসো, বাবা তখন খুব ভালোভাবে হেসে বুঝিয়ে দেন । কারোর মধ্যে তো মোহের পোকা এতখানি যে বাঁদরের মতো । মিত্র – সম্বন্ধীদের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন হয়ই না । যারা অপবিত্র হয়ে বাবাকে লেখে – বাবা, আমরা হেরে গেছি, কামের গর্তে পড়ে গেছি । চূর্ণ হয়ে যাচ্ছি । বাবা তখন সাবধান করতে থাকেন – তোমরা যাত্রায় আছো । এখানে কাম বিকার থাকা উচিত নয় । না হলে খুবই দুঃখী হবে । বাবার থেকে বৈকুন্ঠের অবিনাশী বর্সা নিতে হলে এমন ভুল করেও নিজের সর্বনাশ করো না । কাম হলো মহাশত্রু । এ আদি – মধ্য – অন্ত দুঃখ দেয় । মৃত্যুলোকে সবাই আদি – মধ্য – অন্ত দুঃখ ভোগ করতে থাকে । সত্যযুগকে অমর লোক বলা হয় । অমরনাথ শিববাবার থেকে কথা শুনলে তোমরা বাদশাহী পাবে । বৃদ্ধারা আর কন্যারা বিকারের হাত থেকে বেঁচে গেছে, বিধবারাও অনেক ভাগ্যবতী । পতিদেরও পতি হলেন শিববাবা । এই ঈশ্বরীয় পাঠশালায় এসে তোমরা যদি মুরলী শোনো তাহলে নতুন নতুন কথা শুনতে পাবে । বেহদের বাবা যখন স্বর্গের পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানাচ্ছেন তখন চট্ করে পবিত্র হওয়া উচিত, তাই না । ধাক্কা খেতে থাকলে বা বিষ পান করতে থাকলে ধারণা হবে না । এতে সোনার পাত্রের প্রয়োজন । বাবাকে নিরহংকারী হয়ে পতিত দুনিয়ায় আসতে হয় । আমাকে কেবল বাচ্চারাই জানতে পারে । তাদের মধ্যেও কাউকে মায়া নাক ধরে ফেলে দেয় । তারা সম্মান রাখে না । অহো, ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন । আমরা কতো ভাগ্যবান । বাবা কত সাধারণের শরীরে বসে আছেন । বাচ্চারা, তোমাদেরও নিরহংকারী হতে হবে । তিনি হলেনই নিরাকার, দেহের অহংকার তাঁর থাকে না । তোমরাও তাই নিরহংকারী হও । আমি মৃত তাই দুনিয়াও আমার কাছে মৃত । আমাদের এখন বাবার

কাছে যেতে হবে । এই কবরস্থানকে কেন স্মরণ করবো । নিজের সঙ্গে এমন কথা বলতে থাকলে খুশীর পারদ চড়তে থাকবে আর সর্বদা প্রফুল্ল থাকবে ।

আমরা বাবার সাথে এই যাত্রায় আছি । বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন । এমন যেন না হয় যে, মায়া কান কেটে দিলো । তখন শুনলেও ধারণা হবে না । খুশীর পারদও চড়বে না । অনেককে দান করলে তোমরা অনেকেরই আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে । জ্ঞান মার্গে সবার সঙ্গে খুব মিষ্টি হয়ে থাকতে হবে । নুন - জল হবে না । বিকারী সম্বন্ধ এবং দৈবী সম্বন্ধে মুক্ত থেকে পালন করতে হবে । দুই দিকেই স্নেহী হতে হবে । বাবাও তাঁর সুপুত্রদের দেখে খুশী হন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) এখন আমরা যাত্রায় আছি, এইজন্য খুব সাবধানে চলতে হবে । অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে ।

২) বাবার মতো নিরহংকারী হতে হবে । আমাকে বাবার কাছে যেতে হবে তাই সবার থেকে মমত্ব দূর করতে হবে । নিজের সঙ্গে কথা বলে সর্বদা প্রফুল্ল থাকতে হবে ।

বরদান : - দুঃখের চক্র থেকে সদা মুক্ত থেকে এবং সবাইকে মুক্ত করে স্বদর্শন চক্রধারী ভব

যে বাচ্চা কর্মেন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে বলে আজ চোখ, কাল মুখ বা দৃষ্টি ধোকা দিয়েছে - ধোকা খাওয়ার অর্থ হল দুঃখের অনুভূতি হওয়া । দুনিয়ার মানুষ বলে - চাই নি তবু এর চক্করে এসে গেছি, কিন্তু যারা স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চা, তারা কখনোই কোনো ধোকার চক্করে আসবে না । তারা তো দুঃখের চক্কর থেকে মুক্ত থাকে, আর সবাইকে মুক্ত করে, তারা মালিক হয়ে সর্ব কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম করায় ।

স্লোগান : - অকাল সিংহাসনে বসে নিজের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যে থাকো তাহলেই কখনো চিন্তিত হবে না ।